[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদবপুর মোড় এলাকায় অবস্থিত আন নূর ইসলামিয়া মাদ্রাসায় এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

ইফতার ও ঈদ উপহার বিতরণ করেন মেহেরপুর কেন্দ্রীয় যুবদল নেতা মাহফুজুর রহমান নবাব। এ সময় মাদ্রাসার ২৮ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ইফতার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মাহফুজুর রহমান নবাবের পিতা ও বিএনপি নেতা সোনা গাইন, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কেডি আনোয়ার হোসেন, রাকিব, ফাহিমসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

উপহার সামগ্রীর মধ্যে ছিল, ২ কেজি পোলাও চাল, সেমাই, ২ লিটার তেল, ১ কেজি লবণ, ১ কেজি চিনি, ২ কেজি আটা, ৫০০ গ্রাম দুধ, ৫ কেজি আলু, ১ কেজি পেঁয়াজ, ১ কেজি রসুন ও ২ কেজি মসুর ডাল।

নেতৃবৃন্দ জানান, এই উদ্যোগের মাধ্যমে অসহায় ও এতিম শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোই ছিল মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তারা।

গাংনীতে মাদ্রাসায় ককটেল বিষ্ফোরণ,৫টি ককটেল ও দেশিয় অস্ত্রসহ আটক-৬

মেহেরপুরের গাংনীর বামন্দীর একটি মাদ্রাসায় ককটেল বিষ্ফোরনের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৫টি ককটেল উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। এ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে বিএনপির ছয় নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে।

শুক্রবার রাত আটটার দিকে বিষ্ফোরণের পর পুলিশের অভিযান শুরু করে পুলিশ।

আটক কৃতরা হলো- বামুন্দির মৃত ফজলু মেলেটারর ছেলে আব্দুল আল হাসান(৩০),ভোদরুল আলমের ছেলে মহিবুল হক পলাশ(৪২),নিশিপুর গ্রামের আইয়ুব আলীর ছেলে শাহ আলম(৩৫),বামুন্দি সেন্টার পাড়ার আজিজুলের ছেলে আশরাফুল ইসলাম(৩২),বেতবাড়িয়া গ্রামের মোফাজ্জেলের ছেলে আব্দুল হক(৩৫) ও কড়ইগাছি গ্রামের তাজ্জব আলীর ছেলে মনিরুজ্জামান(৩৭) এরা সকলেই বিনপি’র সর্ম্থক।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা বামন্দীর দাখিল মাদ্রাসায় গোপন বৈঠক করছিল। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলের কাছাকাছি গেলে একটি ককটেল বিষ্ফোরিত হয়। এসময় সেখান থেকে বৈঠককারীরা পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৫টি ককটেল, ২টি দেশীয় অস্ত্র (রামদা) এবং লাঠিসোটা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে বিএনপির ছয় নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে । তবে আটককৃতদের দলীয় কোন পদ পদবী আছে কিনা তা ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক আরও জানান, ককটেল বিষ্ফোরণ ও ককটেল উদ্ধারের ঘটনায় মামলা দায়ের প্রক্রিয়া শেষে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

রোমেলা খাতুন রহমানিয়া মাদ্রাসায় কম্পিউটার দিলেন জেলা পরিষদে চেয়ারম্যান

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সরিষাডাঙ্গা রোমেলা খাতুন রহমানিয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহবোর্ডিং এ দুইটা কম্পিউটার একটা প্রিন্টার দিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজু রহমান মন্জু।

দুপুর ১টায় জেলা পরিষদের কার্যালয়ে মাদ্রাসার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হাতে দুইটা কম্পিউটার ও একটা প্রিন্টার তুলে দেন।

এময় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী অলরেডি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করছেন, আগামীতে স্মার্ট বাংলাদেশ

বির্নিমাণের ঘোষণা দিয়েছেন সুতরাং এখন থেকেই আগামী প্রজন্ম যেন আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পারে তারই অংশ হিসাবে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, জেলা পরিষদের চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সদস্য জহুরুল ইলাম, সহকারী প্রকৌশলী আনিছা খানম, উপসহকারী প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান, মাদ্রাসার সভাপতি নুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের একান্ত সহকারী হৃদয় হাসান প্রমূখ।

দামুড়হুদা স্কুল, মাদ্রাসা ও ক্লাবের সদস্যদের মাঝে খেলার সামগ্রী বিতরণ

দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এলজি এসপি তিন প্রকল্পের বরাদ্দ হইতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের খেলার সামগ্রী বিতরণ করেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে সদর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এই খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

জানা গেছে, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এল জি এস পি প্রকল্পের বরাদ্দ হইতে কেশবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুরাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুশাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উজিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফকির পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দামুড়হুদা দশমী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দামুড়হুদা সরকারী মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় দেউলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দামড়হুদা পাইলট হাই স্কুল, মিত্তাহুল কুরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসা, নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা, কেশবপুর উজ্জ্বল ক্লাব ও খা-পাড়া স্টার ক্লাবের সদস্যদের মাঝে

ফুটবল, ক্রিকেট খেলার ব্যাড ও জার্সি বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব শামীম রেজা, সদর ইউপি সদস্য শামসুল হক, হাসান আলী, কামরুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, মতিয়ার সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, ক্লাবের সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

দামুড়হুদায় সাপের কামড়ে দুই মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় সাপের কামড়ে দুই মাদরাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার দিনগত রাতে উপজেলার চন্দ্রবাস সেমি পাকা নূরানিয়া হাফিজিয়া কওমি মাদরাসায় এ ঘটনা ঘটে। সোমবার (০১ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই ছাত্রের মৃত্যু হয়।

ওই দুই ছাত্র হলো-দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়নের চন্দ্রবাস ডাক্তার পাড়ার সাইফুল ইসলামের ছেলে আব্দুল্লাহ (১৩) এবং একই গ্রামের মাঝের পাড়ার শওকত আলীর ছেলে জুনায়েদ (১২)।

মাদরাসার মুহতামিম হাজী আক্তার ফারুক বলেন, ভোরের দিকে আব্দুল্লাহ ও জুনায়েদকে বমি করতে দেখেন এক শিক্ষক।

জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায়, তাদের সাপে কামড় দিয়েছে। এ সময় আব্দুল্লাহর ডান পায়ে এবং জুনায়েদের বাম হাতে সাপের কামড়ের চিহ্ন দেখতে পান তিনি।

মাদরাসার অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতায় তাদের প্রথমে গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হলে তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। পরে তাদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর কিছুক্ষণ পর দুজনই মারা যায়। ধারণা করা হচ্ছে, রাতের কোনো এক সময় ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে তাদের কামড় দিয়েছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য কেরামত আলী বলেন, জুনায়েদ আমার ফুফাত ভাইয়ের

ছেলে। সে রোববার মাদরাসায় ভর্তি হয়েছে। রাতে দুই শিশু দুই স্থানে ঘুমিয়ে ছিল। ঘুমের মধ্যেই সাপে কামড় দিয়েছে। সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই শিশুর মৃত্যু হয়।

তিনি আরও বলেন, জুনায়েদের বাবা কাঠমিস্ত্রি। দুই ভাই-বোনের মধ্যে জুনায়েদ ছোট। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে বাবা-মা পাগলপ্রায়। দুজনের মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আব্দুল কাদের বলেন, সকাল ৭টার দিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুই মাদরাসাছাত্রকে ভর্তি করা হয়। সকাল পৌনে ৮টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজনের মৃত্যু হয়। সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, আমার পুলিশ ঘটনাস্হল গিয়েছিলো তবে সর্প দংশনে তাদের দুজনের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে ধারনা করা হচ্ছে। তদন্ত করলে বুঝা যাবে আসলে ঘটনা কি?

মেহেরপুরের গোভীপুর মাদ্রাসার হিফজখানায় অনিয়ম, ছাত্রদের বিক্ষোভ

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসা লিল্লাহ বোডিং হিফজখানা ও এতিমখানায় নিন্মমানের খাবার পরিবেশন ও ভুয়া বিল ভাওচার করে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে সুপার সাদিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

এ নিয়ে প্রতিবাদ করায় মাদ্রাসা কমিটির সহ-সভাপতি শান্ত ও বোডিং সুপার সাদিকুল ইসলাম রবিবার সকালে মাদ্রাসার ছাত্রদের মারধর করেন বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী ছাত্ররা।পরে মাদ্রাসায় পড়বে না বলে ছাত্র মাদ্রাসা থেকে বের হতে গেলেও বাধা দেওয়া হয় তাদের।

উপায় না পেয়ে এর সুষ্ঠ বিচারের দাবিতে মাদ্রসা প্রাঙ্গনেই বিক্ষোভ করতে থাকে ছাত্ররা।

পরে মেহেরপুর সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আমিরুল ইসলাম ও পুলিশ পরিদর্শন (অপারেশন) রাসুল সামদানি আজাদ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করেন।

হিফজখানার ছাত্র মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের বনি আমিন জানান, দির্ঘদিন ধরে আমাদের উপর অত্যাচর করা হয়। নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। আমাদের দিয়ে জোর করে ভুয়া বিল ভাওচার করে নেওয়া হয়। নিয়ম না থাকলেও আমাদের জোর করে বিভিন্ন নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া হয়। এসব কিছুর প্রতিবাদ করতে গেলে আমাদের মারধর করা হয়।

মাদ্রসার ছাত্র গাংনী উপজেলার রেজওয়ান আজম্মেদ সাব্বির ও সাদিক আলী জানান, আমরা যা শিখতে এখানে এসেছি তা শেখানো হয় না। দাখিল মাদ্রাসার নিয়ম আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আমাদেরকে সর্ট পাঞ্জাবী পরতে বলা হয়। অথচ আমরা বড় জুব্বা ব্যবহার করি। এছাড়াও কেই যদি আমাদের খাওয়ার জন্য কিছু দান করেন, তার বেশির ভাগ বোর্ডিং সুপার সাদিকুল আত্মসাত করে ফেলেন।
এ বিষয়ে বোর্ডিং সুপার সাদিকুল জানান, আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ সব মিথ্যা।

হিফজখানার সভপতি আব্দুল মান্নান বলেন, মাদ্রাসার কোন ঝামেলা হলে আমাকে তেমন জানানো হয় না। তবে যে অভিযোগ গুলো উঠেছে সেগুলো তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবো।

গোভিপুর দাখিল মাদ্রাসার সভাপতি ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শাহ জামান বলেন, এর আগেও বোর্ডিং সুপার সাদিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। তবে আজকের ঘটনায় আমরা এক সাথে আলোচনা করে সমাধান করার চেষ্টা করবো।

কোরবানির চামড়া সংরক্ষণে দেশে লবণের কোনও ঘাটতি নেই

দেশে বর্তমানে ১১ লাখ ৫৭ হাজার মেট্রিক টন লবণ মজুদ রয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। প্রতিবছর ঈদুল আজহায় দেশব্যাপী কোরবানির পশু সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কম-বেশি ১ লাখ মেট্রিক টন লবণের প্রয়োজন হয়।

প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের তথ্যানুযায়ী, গত ঈদুল আজহায় কোরবানিকৃত পশুর সংখ্যার বিপরীতে লবণের চাহিদা ছিল ৮১ হাজার ৮২০ মেট্রিক টন। ফলে মজুদকৃত লবণ দিয়ে এবারের ঈদুল আজহার চাহিদা মিটিয়ে আরও ৭ থেকে ৮ মাসের লবণের চাহিদা পূরণ সম্ভব।

অন্যদিকে আর মাত্র ৪ মাস পর অর্থাৎ নভেম্বর, ২০২০ হতে লবণ উৎপাদনের নতুন মৌসুম শুরু হবে। ফলে দেশে লবণের কোনও ধরণের ঘাটতির আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে বিসিক।

বিসিক জানিয়েছে, এবারের ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য দেশব্যাপী নিরবিচ্ছিন্ন লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে দেশের ৮টি লবণ জোনে ১৮৬টি নিবন্ধিত লবণ মিলে পুরোদমে লবণ উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে।

এর মধ্যে ঢাকায় ৪টি, নারায়ণগঞ্জে ৩৪টি, চাঁদপুরে ২টি, চট্টগ্রামে ৫৭টি, পটিয়ায় ৩৪টি, কক্সবাজারে ৩৫টি, খুলনায় ৮টি এবং ঝালকাঠিতে ১২টি মিল চালু রয়েছে। চালু লবণ মিলগুলোর মাসিক গড় উৎপাদন ক্ষমতা ৩ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন হলেও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মিলগুলো লবণ উৎপাদন করে থাকে।

এদিকে ঈদুল আজহায় সার্বিক লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য বিসিক আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে।

লবণ জোনগুলোতে অবস্থিত বিসিক কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ে পৃথক কমিটি গঠন করে তিন স্তরবিশিষ্ট মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করেছে বিসিক। এসব কমিটি মাঠ পর্যায়ে লবণের মজুদ, চলাচল ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিত সংগ্রহ করে লবণের সাপ্লাই চেইন নিরবচ্ছিন্ন রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। এ

উপলক্ষে বিসিক প্রধান কার্যালয়ে ইতোমধ্যে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

লবণ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে তথ্যের জন্য ০২-৯৫৭৩৫০৫ (ল্যান্ড)/ ০১৯১১-৮৩৮২০০ (সেল ফোন) নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

এছাড়া, শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিসিকের জেলা কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলার মার্কেটিং কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা ও উপজেলাভিত্তিক ডিলার ও পাইকারী লবণ বিক্রেতাদের মোবাইল নম্বরসহ তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ তালিকা ঈদের আগেই এতিমখানা, মাদ্রাসা, মসজিদ, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার ও ইউনিয়ন পরিষদসহ কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে সরবরাহ করা হবে। সুতরাং লবণ নিয়ে কোনও কারসাজির সুযোগ নেই বলে মনে করে বিসিক।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন